সংবাদ

তারিখ 02 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্য প্রক্টরকে লাঞ্ছিতের ঘটনায় ৩ কর্মচারীকে স্থায়ী অব্যাহতি

বিশৃঙ্খলা হামলা ভাঙচুর করায় আরও ৪ কর্মকর্তার শাস্তি

লিয়াকত আলী বাদল ও তপন কুমার রংপুর

উপাচার্য ও সহকারী প্রক্টরকে প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, নবনির্মিত মসজিদ সংস্কারের নাম করে টিআর প্রকল্পের গম উত্তোলনসহ বিভিন্ন অভিযোগে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ কর্মচারীকে চাকরি থেকে স্থায়ীভাবে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে ভর্তি পরীক্ষায় অনিয়ম, ভর্তি বাণিজ্য, জনসংযোগ দফতরে হামলা ভাঙচুরসহ বিভিন্ন অভিযোগে কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করে ৫ বছরের ইনক্রিমেন্ট, পদোন্নতি বন্ধসহ বিভিন্ন শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। গতকাল দুপুরে এ সংক্রান্ত আদেশ রেজিস্ট্রার দফতর থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রদান করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. ইব্রাহিম কবীর চিঠি দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ৫০তম সিন্ডিকেট সভায় এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ খবর জানাজানি হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দফতর সূত্রে জানা গেছে, যে ৩ জন কর্মচারীকে চাকরি থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে তারা হলেন– বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা শাখার কর্মচারী নুরুজ্জামান রুবেল ওরফে ভলকা রুবেল, নিরাপত্তা কর্মী শাহিন বেগ ও প্রকৌশল বিভাগের সহকারী স্টোর কিপার মো. হুসাইন। এদের মধ্যে নিরাপত্তা কর্মী শাহিন বেগের বিরুদ্ধে অভিযোগ সে জনতা ব্যাংক লালবাগ শাখায় কর্মরত এক নারী কর্মকর্তার সঙ্গে অশালীন আচরণ করে এবং তাকে লাঞ্ছিত করে। এ সংক্রান্ত একটি লিখিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রদান করে ওই নারী কর্মকর্তা। এছাড়াও ক্যাম্পাসে উচ্ছৃঙ্খল আচরণসহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে নিরাপত্তা কর্মী নুরুজ্জামান রুবেল ওরফে ভলকা রুবেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ গত বছর ২০১৫ সালের ২ জুলাই বেতন সংক্রান্ত একটি বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নূর-উন নবীর ক্যাম্পাসে অবস্থিত বাসভবনে গিয়ে তার সঙ্গে চরম অসৌজন্যমূলক আচরণ ও লাঞ্ছিত করে এবং বিভিন্ন প্রকার হুমকি প্রদান করে। এ সময় সেখানে উপস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সহকারী প্রক্টর বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর শাহিন রহমান বাধা প্রদান করলে তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে ওই কর্মচারী রুবেল। এছাড়াও দুই কর্মচারী রুবেল ও শাহিন বেগের বিরুদ্ধে জনসংযোগ দফতরে হামলা, জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলীকে লাঞ্ছিত করাসহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে প্রকৌশল শাখার সহকারী স্টোর কিপারের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ে নবনির্মিত মসজিদ উদ্বোধন হওয়ার আগে ভুয়া প্রকল্প চেয়ারম্যান সেজে কাগজ তৈরি করে টিআর প্রকল্পের ৩ টন গম নেয়ার পাঁয়তারা করেছিলেন। রেজিস্ট্রার দফতরের একজন উচ্চপদের কর্মকর্তা জানান, ওই ৩ কর্মচারীর বিরুদ্ধে তাদের বিরুদ্ধে আনা লিখিত অভিযোগের ওপর পৃথক পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি দীর্ঘ তদন্ত শেষে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা পেয়ে লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করে। এ ব্যাপারে ৩ কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৭তম সিন্ডিকেট সভায় তদন্ত প্রতিবেদন সার্বিক আলোচনার পর সিন্ডিকেটের ৫ সদস্যের নেতৃত্বে আবারও একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটি তদন্ত শেষে ৩ কর্মচারীকে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত করার সুপারিশ করে।

অন্যদিকে যে ৪ জন কর্মকর্তাকে ৫ বছরের পদোন্নতি ও ইনক্রিমেন্ট বন্ধসহ বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তারা হলেন– সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সেকশন অফিসার আতিকুজ্জামান সুমন, ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের সেকশন অফিসার শাহিন মিয়া ওরফে সরদার, রেজিস্ট্রার দফতরের সেকশন অফিসার রাফিউল হাসান রাসেল ও ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সেমিনার সহকারী আবুল কালাম আজাদ। এদের মধ্যে সেকশন অফিসার আতিকুজ্জকামান সুমনের বিরুদ্ধে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় অর্থের বিনিময়ে ভর্তি করানোর অভিযোগসহ বিভিন্ন অভিযোগ। শাহিন মিয়ার বিরুদ্ধে জনসংযোগ দফতরে হামলা, ভাঙচুরসহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, রাফিউল হাসানের বিরুদ্ধে জনসংযোগ দফতরে হামলা, ভাঙচুরসহ উচ্ছৃঙ্খল আচরণসহ নানা অভিযোগ এবং আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি বাণিজ্য করার অভিযোগ আনা হয়েছে। রেজিস্ট্রার দফতরের এক কর্মকর্তা জানান, এই ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ব্যাপারে গঠিত তদন্ত কমিটি তদন্ত করে অভিযোগের সত্যতা পেয়ে প্রতিবেদন প্রদান করে। একইভাবে ৪৭তম সিন্ডিকেট সভায় আবারও তাদের বিরুদ্ধে গঠিত নতুন করে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি তদন্ত শেষে তাদের দোষী সাব্যস্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করে।

সংশ্লিষ্ট একটি সূত্রে জানা গেছে, গত ২ জুলাই সিন্ডিকেটের সভায় দীর্ঘ আলোচনার পর ৩ কর্মচারীকে চাকরি থেকে স্থায়ীভাবে অব্যাহতি প্রদান এবং ৪ কর্মকর্তার পদোন্নতি ইনক্রিমেন্ট বন্ধসহ বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সিন্ডিকেটের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ জুলাই থেকে এসব সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে বলে বলা হলেও, আজ সোমবার দুপুরে এ সংক্রান্ত আদেশ নামা সংশ্লিষ্ট দফতরসহ অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. ইব্রাহিম কবীরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি তিন কর্মচারীকে চাকরি থেকে স্থায়ীভাবে অব্যাহতি প্রদান ও ৪ কর্মকর্তাকে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদানের কথা স্বীকার করে বলেন, এটা সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত, তিনি চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়ে হুকুম পালন করেছেন মাত্র এর বাইরে তিনি আর কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।